বাংলাদেশে সর্বপ্রথম

বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লানটেশন ইউনিট

শুভ উদ্বোধন

সেবা নিন, সুস্থ থাকুন

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২
৫ কার্তিক ১৪২০, ২০ অক্টোবর ২০১৩, রবিবার

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ আশ্বিন ১৪২০
১৩ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর হেমাটোলজী বিভাগ ও যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের সহযোগিতায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মত বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন শুরু হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে এবং প্রতিনিয়ত এতে সংযোজিত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা। ব্লাড ক্যান্সারের মত একটি দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন একটি কার্যকর চিকিৎসা ব্যবস্থা। বাংলাদেশের রোগীরাও এ জটিল চিকিৎসা সুবিধা পেতে যাচ্ছে।

রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমান সরকার জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়েছে। সর্বাধুনিক চিকিৎসাসেবাও নিশ্চিত করেছে। আমরা নতুন নতুন সাধারণ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট, হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, নার্সিং কলেজ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। একটি যুগোপযোগী স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করেছি। স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের জন্য আমরা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছি।

আমি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষসহ এ বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার স্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টারের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

শেখ হাসিনা

পটভূমি

ব্লাড ক্যান্সার, মাইলোমাসহ কিছু বংশগত রোগ যেমন থ্যালাসেসিয়া ইত্যাদি আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। এসব ক্ষেত্রে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট একমাত্র সম্ভাবনাময় চিকিৎসা যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সাধারণের সাধ্যের বাইরে। আমাদের দেশে এ ধরনের কোন সেন্টার না থাকায় চিকিৎসার অভাবে সম্ভাবনাময় অনেক প্রাণ ইতিপূর্বে অকালে ঝরে গেছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার প্রথম দিকেই চিকিৎসকদের এক সমাবেশে বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** ঘোষনা করেছিলেন 'প্রয়োজন হলে চিকিৎসকদের বিদেশে পাঠানোর পাশাপাশি বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এনে এদেশের চিকিৎসক, নার্স ও সংশ্লিষ্টদের আর্ন্তজাতিক মানে প্রশিক্ষিত করে জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা দেশেই নিশ্চিত করা হবে'।

বাংলাদেশে যাতে স্বল্পমূল্যে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় তার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে শুরু হয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী প্রফেসর আ ফ ম রুহুল হক** এম পি মহোদয়ের নিরলস, রাতদিন প্রচেষ্টা। কাজে লাগানো হয় তাঁর আন্তর্জাতিক কানেকশন। এগিয়ে আসে বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল, বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ম্যাসাচুসেটস হাসপাতালে কর্মরত ডাঃ বিমলাংশু দে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ইউনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজের হেমাটলজি বিভাগ, সি এম এস ডি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর প্রকল্প পরিচালকসহ সকলে। চলতে থাকে মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) মহোদয়ের সার্বক্ষণিক তদারকি। তৈরি হয় দক্ষ জনশক্তি, সংযোজিত হয় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, নির্মীত হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর ভৌত অবকাঠামো। স্বপ্ন আজ সত্যি হচ্ছে। শুরু হচ্ছে **ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২** এ দেশের প্রথম **বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন**। সংযোজিত হলো দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে আরও একটি মাইল ফলক।

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গত পাঁচ বছর যাবত নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জেলা হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ স্থাপনসহ হৃদরোগের চিকিৎসা, কিডনি ডায়ালাইসিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা সেই কার্যক্রমগুলোরই অংশ।
ক্যান্সার আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। এর চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রায় ক্ষেত্রে ব্লাড ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদেরকে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট-এর জন্য দেশের বাইরে যেতে হয়। বাংলাদেশেই যাতে কম খরচে এই চিকিৎসা করানো যায় সেলক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব লাভ করার পর থেকে আমি কাজ শুরু করি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এ ব্লাড অ্যান্ড ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেই প্রচেষ্টার একটি সফল অধ্যায়।
বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট এদেশের অসংখ্য ব্লাড ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়া রোগীকে নতুন ভাবে বাঁচতে সাহায্য করবে। এছাড়াও স্টেম সেল সংক্রান্ত অন্যান্য চিকিৎসার পথ সুগম করবে। সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত পাঁচ বছরে স্বাস্থ্যখাতে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে ব্লাড অ্যান্ড ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট চালুর মধ্য দিয়ে তাতে আরো একটি নতুন মাইলফলক যুক্ত হলো।
আমি ধন্যবাদ জানাই এই সেন্টারের সঙ্গে জড়িত দেশি ও বিদেশি চিকিৎসক, নার্সসহ সকল প্রতিষ্ঠানকে। ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল ও গ্লোবাল হেলথ-এর প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা. জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ডা. আ ফ ম রুহুল হক, *এম.পি)*

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ এবং
সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবায় সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ প্রতিষ্ঠা এবং এতে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লানটেশন ইউনিট স্থাপন অন্যতম। ব্লাড ক্যান্সার ও অন্যান্য কয়েকটি রক্তরোগে আক্রান্ত রোগের সর্বাধুনিক চিকিৎসা বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। অনেক রোগী প্রতিবছর বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করার জন্য আমাদের দেশ থেকে বিদেশে যান, যা খুবই ব্যয় বহুল। তাই এই সেন্টার চালু হওয়ায় আমাদের দেশের রোগীদের আর বিদেশ যেতে হবে না; এখন আমাদের দেশেই এই চিকিৎসা সম্ভব।

যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে যে অসাধ্য সাধন সম্ভব, তা প্রমানিত হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এ বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লানটেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আমি এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই, সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

(প্রফেসর ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী)

বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন

বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন এক ধরণের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। রোগীর অস্থিমজ্জা (বোন-ম্যারো) ক্যামোথেরাপির মাধ্যমে নষ্ট করে (Conditioning) ডোনার অথবা নিজ শরীর থেকে বিশেষ ধরণের রক্তকোষ (স্টেমসেল) সংগ্রহ করে রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয় (অনেকটা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মতো)। ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে স্টেমসেল থেকে নতুন রক্ত কনিকা তৈরি হতে শুরু করে; আর রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকে। প্রথম ৩ মাস রোগীর জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ন এবং নানা ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শরীরের অন্যান্য অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনের মতো অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সার্জারি বা অপারেশনের প্রয়োজন হয় না। ১৯৬৮ সালে প্রথম সাফল্যের সঙ্গে ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোমের জন্য এবং ১৯৭২ সালে এপ্লাস্টিক এনিমিয়ার জন্য বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা হয়। Donell Thomas ১৯৭২ সালে এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন-এর প্রয়োজনীয়তা :
শরীরের রক্ত কনিকাগুলোর বিশেষ কাজ রয়েছে, এই রক্ত কনিকাগুলো প্রাথমিকভাবে বোন-ম্যারোতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যদি এসব কনিকা সঠিক মাত্রায় উৎপন্ন না হয়, তাহলে রক্তশুন্যতা, রক্তক্ষরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে ইনফেকশন হবে, এর ফলশ্রুতিতে রোগীর মৃত্যু অবধারিত হয়ে পড়ে। আমরা জানি, ব্লাড ক্যান্সারসহ কিছু ক্যান্সার কেমোথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করা হলেও পূর্ণ নিরাময় হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এসব ক্ষেত্রে বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন একমাত্র সম্ভাবনাময় চিকিৎসা। উদাহরনস্বরূপ যেখানে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা প্রয়োজন হয় ঃ ◗ ব্লাড ক্যান্সার ◗ মাইলোমা ◗ এপ্লাস্টিক এনিমিয়া ◗ লিমফোমা (Relapsed) ◗ কিছু বংশগত রোগ যেমন- থ্যালাসেমিয়া মেজর, storage disease, immunodeficiency ইত্যাদি।

বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন মূলত দুই ধরনের ঃ
১. এলোজেনিক বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ঃ অন্যের শরীর থেকে (HLA matched donor) স্টেমসেল সংগ্রহ করে রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা।
২. অটোলগাস বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ঃ রোগীর নিজের শরীরের বোন-ম্যারো সংগ্রহ করে পুনরায় তার শরীরে প্রতিস্থাপন করা।

স্টেমসেল কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয় ঃ
স্টেমসেল সংগ্রহ করাকে Harvesting বলে। নিম্নলিখিত স্থান থেকে স্টেমসেল সংগ্রহ করা হয়-
(i).Bone Marrow, (ii). Peripheral blood, (iii). Umbilical coed blood.

ডোনার সিলেকশন কিভাবে করা হয়ঃ
ডোনার সিলেকশন বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন ভাই-বোনদের HLA typing (A,B,C,DR,DQ) করে যার সঙ্গে ১০০% মিলবে তাকে ডোনার হিসেবে গ্রহণ করা। অনেকের ধারনা, ব্লাড গ্রুপ এক হলেই চলবে-আসলে তা ঠিক নয়। ট্রান্সপ্লান্টেশনের পর রোগীর ব্লাড গ্রুপ পরিবর্তন হয়ে ডোনারের ব্লাড গ্রুপ হয়ে যায়। ডোনার ও রোগীর HLA typing যতো বেশি অমিল হবে ততো বেশি আশংকা থাকে graft rejection, graft versus host disease এবং মৃত্যুর। এ থেকেই বুঝা যায়, ১০০ ভাগ ম্যাচ ডোনার সিলেকশন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। রোগীর শরীরের রোগাক্রান্ত অস্থিমজ্জা কেমোথেরাপি অথবা রেডিওথেরাপি দিয়ে নষ্ট করাকে conditioning বলে।
conditioning করার পর সংগৃহীত স্টেমসেল রোগীর শরীরে ব্লাড ট্রান্সপ্লান্টেশনের মতো প্রবেশ করানো হয়। এই স্টেমসেল রোগীর বোনম্যারোতে গিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়, একে Homing বলে। ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিক রক্ত কনিকা উৎপাদিত হতে থাকে। মাত্র ২৫-৩০% ক্ষেত্রে HLA match ভাই -বোন ডোনার পাওয়া যায়। ফলে unrelated donor এর উপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়।

বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন চালু করতে কী কী প্রয়োজনঃ
◗ নির্দিষ্ট পরিমাপের Biological clean room
◗ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উন্নতমানের ল্যাবরেটরি ও আধুনিক ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিভাগ
◗ দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনোলজিষ্ট, নার্স ও ডাক্তার
◗ সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা
◗ বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন পরবর্তি Patient supporting and monitoring

বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন- এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি ধরণের ঃ
ক্ষেত্রবিশেষে বোন-ম্যারো ট্রান্সপান্টেশন ৭০-৯০ ভাগ কার্যকর। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এলোজনিক ট্রান্সপ্লান্টেশন জটিলতা বাড়ায়, যেমন-
◗ ইমিউন রিয়েকশন, যেমন GVHD; বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন- এর ১০০ দিনের মধ্যে যে GVHD হয় তাকে একিউট এবং পরবর্তি সময় যে GVHD হয় তাকে Chronic GVHD বলে।
◗ গ্রাফ্ট রিজেকশন ১০-৩০% হতে পারে।
◗ ইনফেকশন-একটি গুরুত্বর্পূণ সমস্যা। ব্যাকটেরিয়াল, ফাংগাল, ভাইরাল ও নিউমোসিসটিক কারিনি ইনফেকশন বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন পরবর্তী জীবননাশের কারণ হতে পারে।
◗ এছাড়া Infertiliy, second malignancy, endocrine problem, cataract হতে পারে।

ফিউচার ডেভলপমেন্ট কেমন হবে:
১. বোন-ম্যারো ক্লোনিং- এর মাধ্যমে ডোনার ছাড়াই রোগীর কোষ থেকে ক্লোনিং এর মাধ্যমে বোন-ম্যারো উৎপাদন করে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা সম্ভব হতে পারে। এর ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও গ্রাফ্ট রিজেকশন থাকবে না।
২. Umbilical cord blood transplantaion- শিশু জন্মের পর প্লাসেন্টা সংগ্রহের পর সেখান থেকে স্টেমসেল আলাদা করে cry-Preservation সম্ভব এবং প্রয়োজন মতো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা যেতে পারে। এটি শিশুদের বেলায় অধিক কার্যকর হলেও বড়দের ক্ষেত্রে স্টেমসেলের পরিমান কম থাকায় কম কার্যকর। কোড ব্লাড স্টেমসেল ইমিউনোলজিক্যালি অপরিপক্ক বলে GVHD এবং rejection এর আশংকা কম।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পনের কোটি মানুষের বাংলাদেশে এতদিন কোন বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার ছিল না, অথচ পার্শ্ববতী ভারতে ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে ২৮ টি বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার। এদেশে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার না থাকায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা শুধু কেমোথেরাপি নির্ভর। এক্ষেত্রে বিত্তবানরা প্রচুর টাকা খরচ করে বিদেশে যান। সিঙ্গাপুরে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে ব্যয় হয় এক কোটি টাকার উপরে, আর ভারতে প্রয়োজন হয় ২৫-৩০ লাখ টাকা। আর এদেশে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার চালু হলে ৫ লাখ টাকায় অটোলোগাস ও ১০ লাখ টাকায় এলোজেনিক বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা সম্ভব হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার না থাকায় অনেক মূল্যবান জীবন আমরা ইতোমধ্যে হারিয়েছি। BMT স্থাপনের পিছনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, হেমাটোলজী বিভাগের সকলস্তরের ডাক্তারবৃন্দের উদ্যোগী ও ব্যাবস্থাপনা দায়িত্ব ছাড়াও মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হক ও ডাঃ দে'র সার্বক্ষনিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধায়ন কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করি। DMCH – Global health সহযোগিতা স্বারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে অনুযায়ী ডাক্তার-র্নাস, টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ২০ জন র্নাসকে প্রশিক্ষণ দেয়ার সহযোগিতায় A K Khan trust এগিয়ে আসেন এবং বিদেশী প্রশিক্ষকের মাধ্যমে দীর্ঘ ১ বৎসর যাবত প্রশিক্ষণ কাজ চলছে। BMT রোগীর কেবিন ও BMT এলাকায় ক্লিন এয়ার প্রযুক্তি স্থাপন (HEPA Filter) সহ পানিকেও জীবানু মুক্ত রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উন্নতমানের অ্যাপেরেসিস (স্টেমসেল সংগ্রহ), স্টেমসেল প্রসেসিং ল্যাব ও ফার্মেসীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উৎকর্ষের শেষ নাই, আমাদের অনেক দুর এগিয়ে যেতে হবে- স্বপ্ন দেখতে হবে আর বাস্তবায়নের কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। Cleaning, Nursing, Dedication, নিরবিচ্ছিন্ন ঔষধ সরবরাহ, উন্নত পরীক্ষা-নিরীক্ষা/ Molecular Lab সবই আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ যা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। উন্নত ও উন্ননশীল সবদেশেই সহযোগিতার জন্য এগিয়েছেন সমাজে বিবেকবান, সমাজসেবী দানশীল ব্যক্তিরা, এ ক্ষেত্রেও আমার আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

অধ্যাপক (ডা.) এম. এ. খান,
এফসিপিএস, এফআরসিপি,
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
হেমাটোলজি ও বি.এম.টি সেন্টার
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'উন্নয়নের অঙ্গীকার
ধারাবাহিকতা দরকার'

আমাদের সরকার স্বাস্থ্যখাতে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করছে তারই ধারাবাহিকতায় আজ বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা আর দারিদ্রহীন একটি সমাজ গড়ার। তাইতো আওয়ামীলীগ সরকার যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই মানুষের জীবন মানের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করেছে। দেশ আজ পরিপূর্ণভাবে দারিদ্রমুক্ত না হলেও মানুষের জীবন-মানের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে। এ বিষয়ে পাওয়া গেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী পরিকল্পনায় আমরা একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ায় প্রত্যাশায় এখন কাজ করে যাচ্ছি। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিগত সাড়ে ৪ বছরে কেবল স্বাস্থ্য খাতেই নয় বরং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রায় সকল খাতেই বাস্তবায়িত হয়েছে অসংখ্য কর্মসূচী, সরকারের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা অর্জিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমান।
কোন কোন রক্তরোগের যেমন ব্লাড ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়া সম্পূর্ন নিরাময় সম্ভব একমাত্র বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের মাধ্যমে। এছাড়া অন্যান্য আরও অনেক রোগ যেমন সলিড ক্যান্সারে এ চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু বিদেশে এ চিকিৎসা নেয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর পড়্যে অসম্ভব ছিল। তাই আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশেই এ সেন্টার উদ্বোধন করা হচ্ছে। যে সমস্ত ব্যক্তি এ সেন্টারের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি এ দেশের মানুষের উন্নত চিকিৎসার প্রত্যাশায় নব সংযোজিত এ সেন্টারের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশে চিরজীবি হোক।
জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক

(ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির, এম,পি)

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনুকরণীয় সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার অধিকতর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য সরকার নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে আধুনিক বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার জন্য এদেশের মানুষকে বিদেশে যেতে না হয়। যার অংশ হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল হেমাটোলজী বিভাগে দেশের প্রথম Bone Marrow Transplantation Center চালু হতে যাচ্ছে। রক্তের ক্যান্সারসহ গুরুতর কিছু রক্তরোগের চিকিৎসার সর্বোচ্চ স্তরের এ চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশে শুরু হওয়ায় আমি গর্বিত। প্রতি বছর যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী এ ধরণের আধুনিক চিকিৎসার জন্য বিদেশে যায় এবং যারা অর্থাভাবে আদৌ বিদেশে যেয়ে এ ধরণের চিকিৎসা নিতে পারে না তারা এখন দেশে এ চিকিৎসা নিতে পারবে। ফলে উন্নততর চিকিৎসা সেবা জনগনের আয়ত্বের মধ্যে আসার পাশাপাশি বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

Bone Marrow Transplantation Center প্রতিষ্ঠায় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও সার্বিক কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে Global Health, Massachusetts General Hospital এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি Bone Marrow Transplantation Center এবং এর অভিযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(এম.এম. নিয়াজউদ্দিন)

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আমাদের সরকার স্বাস্থ্যখাতে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২-এর হেমাটোলজী বিভাগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন শুরু হতে যাচ্ছে। রক্তের ক্যান্সার একটি দুরারোগ্য ব্যাধি যার নিরাময়ে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাংলাদেশে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যখাতে একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক। তাই দেশে এই ইউনিট উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তাসহ আমাদের দেশের যে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করতে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আমি এই নব প্রতিষ্ঠিত বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিটের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

(অধ্যাপক ডা. খন্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ)

অধ্যক্ষ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ

বাণী

সময়ের সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিত্য নতুন পদ্ধতির উন্নত চিকিৎসা যুক্ত হয়। প্রযুক্তির যুগে একটি দেশ এখন সীমানার গন্ডি পেরিয়ে পৃথিবীটাই একটি দেশে পরিণত হয়েছে। তাই উন্নত দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিত্য নতুন উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার দ্বারপ্রান্তে এবং বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট (BMT) তারই প্রতিফলন। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবার আস্থার প্রতীক। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এ প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা সেবায় অনবদ্য অবদান রেখে চলছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এ দেশের প্রথম বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট (BMT) শুরু হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ প্রকল্প এবং হেমাটোলজি বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ অত্যন্ত অল্প সময়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ইউনিট স্থাপনের মত দুরহ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ

পরিচালক
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

বাণী

সময়ের স্রোতে প্রযুক্তির উৎকর্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পৃথিবী আজ অনেক এগিয়ে। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে স্বাস্থ্যখাতে পৃথিবী জুড়ে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।
এরই ধারাবাহিকতায় সর্বাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো হেমাটোলজি বিভাগের উদ্যোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে-২ এ অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন চালু হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত ও উদ্বেলিত।
আমাদের দেশে রক্তরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক এবং